মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ৭১ সংখ্যা	পুরুল্যা	১১ জুন, ২০২৪, মঙ্গলবার	২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 71 Issue	Purulia	11 June, 2024, Tuesday	28 Jaistha, 1431	Price- Rs.3.00	

দফতর বণ্টন, ফের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ, রেল পেলেন না নীতীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ জল্পনা ছিল প্রধানমন্ত্রী নাকি বেশ কিছু পোর্টফোলিওয় অদল বদল করতে চাইছেন। সোমবার নিজ বাসভবনে মোদি ৩.০-র প্রথম বৈঠকে এই নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল বড়সড় বদল করা হল না মন্ত্রিসভায়। বিশেষ করে 'বিগ ৪' রইল অপরিবর্তিত। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র অমিত শাহর, প্রতিরক্ষা রাজনাথের, অর্থ নির্মলারই রইল। রেলমন্ত্রী রইলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রক নীতিন গড়করি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে। এছাড়া হরিয়ানার প্রাক্তন মনোহরলাল খট্টর বিদ্যুৎ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, শিবরাজ সিং চৌহান পঞ্চায়েত আর গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি পেলেন কৃষি মন্ত্রকও। জে পি নাড্ডা স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। অন্নপূর্ণা দেবী নারী ও শিশুকল্যাণ। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ভারী শিল্প কুমারস্বামী। বিমানমন্ত্রী রামমোহন নাইডু। জিতনরাম মাঁঝি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। শান্তনু ঠাকুর ওই মন্ত্রকের ডেপুটি। গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রক। অজয় টামটা ও হর্ষ মালহোত্রা পেয়েছেন সড়ক পরিবহন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। হরদীপ সিং পুরী পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। সি আর পাটিল জলশক্তি মন্ত্রকের দায়িত্বে। ভূপেন্দ্র যাদব পরিবেশমন্ত্রী। বাংলার শান্তনু ঠাকুর জাহাজ প্রতিমন্ত্রী। উল্লেখ্য, রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় তৃতীয় বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে শপথ নেন আরও ৭১ জন। তাঁদের মধ্যে ৩০ জন পূর্ণমন্ত্রী। ৩৬ জন প্রতিমন্ত্রী। বাকিরা স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত। অবশেষে সোমবার তাঁদের মধ্যেই বণ্টন করা হল মন্ত্রকের দায়িত্ব। সর্বানন্দ সোনোয়াল পেয়েছেন জাহাজ, বন্দর এবং জলপথ মন্ত্রক। তিনি অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। জ্যোতিরাদিত্য শিণ্ডের দায়িত্বে টেলি যোগাযোগ মন্ত্রক। এর আগে তিনি ছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্বে। ভূপেন্দ্র যাদব পেলেন পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্ব। বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা রবিবার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ। তিনি হচ্ছেন দেশের নতুন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রী।

ফেসবুক যুদ্ধে শুভেন্দু ও দিলীপ অনুগামীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন। গত শুক্রবার থেকে গুঞ্জন চলছিল। রবিবার তা সত্যি হয়েছে। সুকান্ত শপথ নিতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রাজ্য বিজেপির সভাপতি পদে বদল অনিবার্য। আর তার পরেই সমাজমাধ্যমে জোর তরজায় নেমে পড়েছে রাজ্য বিজেপির দুই যুযুধান নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষের 'বাহিনী'। এমনকি, নাম না-করে শুভেন্দুর নারদকাণ্ডে জড়িত থাকার ঘটনাও টেনে আনা হয়েছে। বর্ধমান-দুর্গাপুরে হারের পর থেকে গত কয়েক দিন ধরে বিস্ফোরণের সিরিজ় শুরু করেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ। সরাসরি নাম না করলেও অনেকেরই বক্তব্য, দিলীপ আসলে 'নিশানা' করতে চেয়েছেন শুভেন্দুকে। অন্য দিকে, শুভেন্দু সরাসরি দিলীপ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে তিনি বলেছেন, "আমি ঠিক পথেই রয়েছি। দু'কোটিরও বেশি মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন।" এ হেন পরিস্থিতিতে দেখা গেল, ফেসবুকে যুদ্ধ শুরু করেছেন দুই নেতার অনুগামীরা। তার জন্য নতুন করে তৈরি হয়েছে দুটি 'পেজ'। একটির নাম 'দিলীপদার অনুগামী', অন্যটির নাম 'শুভেন্দুদার অনুগামী।' যুদ্ধের এমনই রমরমা যে, 'শুভেন্দুদার অনুগামী' পেজে লেখা হয়েছে, 'মহাবীর দিলীপ ঘোষের রেকর্ডটাও একটু জেনে রাখা দরকার। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েতে মাত্র ৫ হাজার সদস্য জেতাতে পেরেছিলেন দিলীপবাবু। ২০২৩-এ ১১ হাজার পঞ্চায়েত সদস্য আছে বিজেপির'।

বিধায়ক পদ ছাড়লেন পার্থ, জুন, জগদীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ বিধায়ক পদ ছাড়লেন তৃণমূলের তিন জন সাংসদ। সোমবার বিধানসভা এসে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগ পত্র যান তাঁরা। সকাল সকাল বিধানসভায় আসেন কোচবিহার লোকসভা আসনে জয়ী তৃণমূল সংসদ সদস্য জগদীশ বসুনিয়া। ২০২১ সালের নির্বাচনে কোচবিহারের সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি। এ বারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে তাঁকে টিকিট দিয়েছিল শাসকদল। বিদায়ী সাংসদকে পরাস্ত করে দিল্লি যাওয়া নিশ্চিত করেছেন জগদীশ। তাই নিয়মমাফিক বিধায়ক পদ ছাড়লেন তিনি। রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিককে এ বার ব্যারাকপুর লোকসভায় প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জিতেছেন তিনি। পার্থ নিজের বিধানসভার পদ ছেড়ে দিলেন। মেদিনীপুরের বিধায়ক অভিনেত্রী জুন মালিয়াকে মেদিনীপুর লোকসভায় প্রার্থী করা হয়েছিল। তিনি বিজেপির অগ্নিমিত্রা পালকে পরাজিত করে সংসদে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন। নিয়মমাফিক সাংসদ পদে শপথগ্রহণের আগে বিধায়ক পদ ছাড়া বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম মেনে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের অধিবেশন। ১৮-১৯ জুন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে থেকে নির্বাচিত ৫৪৩ জন সাংসদ পদে শপথগ্রহণ করবেন। নরেন্দ্র মোদীকে আস্থা ভোটের সম্মুখীন হতে হবে।

মারাঠাভূমে 'অস্বস্তি' বাড়ল বিজেপির, হতাশ শিন্ডেসেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ মন্ত্রিত্ব নিয়ে এ বার ক্ষোভের কথা উগরে দিল বিজেপির আর এক জোটশরিক একনাথ শিন্ডের শিবসেনা। সোমবার শিবসেনার মুখ্যসচেতক শ্রীরাং বার্নের প্রশ্ন, পুরনো সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের দলের কাউকে পূর্ণমন্ত্রী করা হল না? এনডিএ-র শরিক দলগুলির মধ্যে অনেক দল শিবসেনার তুলনায় কম আসন পেয়েও কী ভাবে পূর্ণমন্ত্রিত্ব পেয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রসঙ্গত, শিবসেনার প্রতাপরাও জাদভ রবিবার স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। দলের তরফে আর কারও মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়নি। সোমবার তৃতীয় এনডিএ সরকারের মন্ত্রিসভা নিয়ে শ্রীরাংকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমরা একটা পূর্ণমন্ত্রিত্ব আশা করেছিলাম।" অন্য শরিক দলগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর সংযোজন, "চিরাগ পাসওয়ানের পাঁচ জন সাংসদ রয়েছেন। জিতনরাম মাঝিঁ একাই সাংসদ। জেডিএসের মাত্র দু'জন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও দলগুলি একটি করে পূর্ণমন্ত্রীর পদ পেয়েছে। আমাদের সাত জন লোকসভার সাংসদ রয়েছেন। কেন শিবসেনা কেবল একটি স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর পদ পাবে? শিন্ডের দলের এই নেতার বক্তব্য, শিবসেনা বিজেপির পুরনো সঙ্গী। তাই দলের একটি পূর্ণমন্ত্রিত্ব প্রাপ্য ছিল। বিজেপির সঙ্গে মন্ত্রিত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই টানাপড়েন শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রের আর এক শরিকদল এনসিপি (অজিত পওয়ার)-র মধ্যে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, অজিতের দলকে একটি প্রতিমন্ত্রীর পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু অজিত শিবির জানায়, তাদের এক জনকে পূর্ণমন্ত্রী করতে হবে। যদিও তাদের এই আর্জি মানা হয়নি। এই বিষয়ে আপাতত ধৈর্য ধরার কথা বলেছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত। আর বিজেপি বলছে, ভবিষ্যতে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হলে এনসিপির কথা মাথায় রাখা হবে। কিন্তু নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যেরা শপথ নেওয়ার দিন থেকেই শরিকদের এই ক্ষোভ স্বস্তিতে রাখছে না পদ্মশিবিরকে। প্রসঙ্গত, সাবেক শিবসেনা ভেঙে বেশ কয়েক জন বিধায়ক এবং সাংসদকে নিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন শিন্ডে। বিজেপির সমর্থনে তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হন।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

নজর স্টার্ট-আপে, চাই আরও তহবিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের জন্য স্টার্ট-আপকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে আসছে মোদী সরকার। কেন্দ্রের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নতুন প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে সাহায্যের জন্য আগামী বাজেটে সরকারের থেকে আরও তহবিল চাইতে পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। জুলাইয়ে এ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হতে পারে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই দেশে বিপুল সংখ্যায় স্টার্ট-আপ তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছেন মোদী। ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি ‘স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া’ প্রকল্প চালু করে তাঁর সরকার। সঙ্গে ঘোষণা করা হয় স্টার্ট-আপের পরিবেশ তৈরি, সংস্থাগুলিকে প্রশিক্ষণ ও পুঁজি দিয়ে সাহায্য করার একগুচ্ছ পরিকল্পনা। ২০২১ সালে সংস্থাগুলির জন্য ৯৪৫ কোটি টাকার পৃথক একটি তহবিল তৈরি করে কেন্দ্র। নতুন ব্যবসার ভাবনা, পরীক্ষামূলক ভাবে পণ্য ও পরিষেবা তৈরি, তার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা, বাজারে পণ্য নিয়ে আসা এবং তার বাজারিকরণের মতো বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্থাগুলিকে সাহায্য করা এবং পুঁজির জোগান দেওয়াই ছিল ওই তহবিলের উদ্দেশ্য। আগামী বছর এই তহবিলের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার পরে স্টার্ট-আপকে সাহায্য করার জন্য আরও তহবিলের প্রয়োজন হবে। কেন্দ্র রোজগারের জন্য শুধু চাকরি না খুঁজে উদ্যোগপতি হওয়ার পরামর্শ দিলেও, ঋণ পেতে হয়রানির অভিযোগ তুলছে বহু নতুন উদ্যোগ। বণিকসভা মার্চেন্টস চেম্বারের সভায় সেই সমস্যা মেটানোরই সওয়াল করলেন রাজ্যের অন্যতম অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তথা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সচিব সুব্রত গুপ্ত। তাঁর দাবি, কোনও নতুন উদ্যোগপতির প্রকল্পে সরকার ভর্তুকি দিলেও তাঁর কাছে হিসাবের খাতা চাওয়া হচ্ছে ঋণ দেওয়ার জন্য। যিনি ব্যবসা শুরুই করেননি, তিনি ওই নথি দেবেন কী করে? রাজ্যের পাশাপাশি এ দিন সভায় কেন্দ্রীয় কৃষি রফতানি সংস্থা অ্যাপেডা, খাদ্য নিয়ন্ত্রক এফএসএসএআই এবং নাবার্ডের কর্তারা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালনে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। সুব্রতবাবু বলেন, কৃষিপণ্য, ফল ইত্যাদির অপচয় রোধ করে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরির বিরাট সুযোগ রয়েছে এ রাজ্যে। তবে এ ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের সামনে পুঁজি জোগাড় যে বড় বাধা, সে কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, “আমরা নানা সম্ভাবনার কথা বলছি। ছোট ও নতুন উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করছি। তাঁরা আসছেন। প্রকল্প জমা দিচ্ছেন। কিন্তু সরকার, ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড থেকে তাঁদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রথমেই সন্দেহ দানা বাঁধছে উদ্দেশ্য নিয়ে"।

ফলের ধাক্কায় সরল বিপুল বিদেশি পুঁজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্বের শেষে বুথফেরত সমীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফলের উপরে নির্ভর করে বড় লাফ দেয় ভারতীয় শেয়ার বাজার। কিন্তু গত মঙ্গলবার ভোটের ফল সেই ইঙ্গিতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় এক দিনে ৪০০০ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায় সেনসেক্স। সেই সঙ্গে সরতে থাকে বিদেশি লগ্নিকারীদের পুঁজি। শেয়ার বাজারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুনের প্রথম সপ্তাহেই নিট ১৪,৭৯৪ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন তাঁরা। প্রাথমিক দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়ে সূচক ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন শিখরে পৌঁছনো সত্ত্বেও। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভারতের আর্থিক অবস্থার তুলনায় শেয়ার সূচকের মূল্যায়ন এখন যথেষ্ট উঁচুতে রয়েছে বলে মনে করছেন বিদেশি লগ্নিকারীরা। তাঁদের পুঁজি আপাতত ঢুকছে চিনের অপেক্ষাকৃত ‘আকর্ষণীয়’ বাজারে। চলতি বছরে বিদেশি পুঁজি সরে যাওয়াটাই কার্যত স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সূচক বারবার নজির তৈরি সত্ত্বেও। বাজারের কারবারিরা জানাচ্ছেন, মে মাসে নির্বাচন সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কারণে নিট ২৫,৫৮৬ কোটি টাকার বিদেশি পুঁজি সরে গিয়েছিল। এপ্রিলে মরিশাসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক কর চুক্তিতে পরিবর্তন সংক্রান্ত উদ্বেগের জেরে ৮৭০০ কোটি টাকা তুলে নেন বিদেশি লগ্নিকারীরা। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে অবশ্য যথাক্রমে ১৫৩৯ কোটি এবং ৩৫,০৯৮ কোটি টাকা আসে। আবার জানুয়ারিতে চলে গিয়েছিল ২৫,৭৪৩ কোটি। সব মিলিয়ে এ বছর শেয়ার বাজারে নিট ৩৮,১৫৮ কোটি টাকা সরিয়েছেন বিদেশি লগ্নিকারীরা। যদিও ঋণপত্রের বাজারে ৫৭,৬৭৭ কোটি টাকা এসেছে। মর্নিংস্টার ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ ইন্ডিয়ার গবেষণা শাখার কর্তা হিমাংশু সাক্সেনার ব্যাখ্যা, নির্বাচনের ফলের ধাক্কা চলতি মাসে পুঁজি সরার একটা বড় কারণ। কোনও দলই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বিদেশি লগ্নিকারীরা কয়েক দিন আপাতত পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন। এত উত্থান-পতনের পাশাপাশি বহু দিন মনে থাকবে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পূর্বাভাস এবং শেয়ার কেনার পরামর্শ। যার তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী শিবির। বাজারকে মতামত দিয়ে যাঁরা প্রভাবিত করতে পারে (ফিনান্সিয়াল ইনফ্লুয়েন্সার), তাঁদের জন্য নিয়ন্ত্রক সেবি নির্দেশিকা তৈরি করছে। অনেকেরই অভিমত, এর অধীনে মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের রাখা উচিত। তাঁদের আনা উচিত সেবির প্রিভেনশন অব ইনসাইডার ট্রেডিং রেগুলেশন অর্থাৎ গোপন খবর ব্যবহার করে লেনদেনে সুবিধা নেওয়া বা দেওয়ার মতো বেআইনি আচরণ প্রতিরোধ আইনের আওতাতেও। কারণ শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন অপ্রকাশিত অনেক তথ্য তাঁদের জানা থাকে। শুক্রবারও উত্থান জারি ছিল। তবে তার মূল কারণ ছিল রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনীতি। কারণ তারা সুদ অপরিবর্তিত রাখলেও, চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭% থেকে বাড়িয়ে করে ৭.২%। গত অর্থবর্ষে যা ছিল ৮.২%। ফলে তেতে ওঠে বাজার। সেনসেক্স ওঠে ১৬১৮। ৭৬,৬৯৩-এ পৌঁছে গড়ে নতুন নজির। বুধ থেকে তিন দিনে উত্থান মোট ৪৬১৩। সাপ্তাহিক হিসেবে নিট ২৭৩২।

সোনা (১০গ্রাম):	৭১৭৪৮
রূপা (১ কেজি) :	৯০৩৯৪
ডলার (ইউ এস):	৮৩.৪৬

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৬৪৯০.০৮
নিফটি—	২৩২৫৯.২০
ন্যাসডাক—	১৭১৩৩.১৩
এ.সি.সি—	২৫৪৩.২০
ভারতী টেলি—	১৪২২.০০
ভেল—	২৮৪.৪০
এল এন্ড টি—	৪৮০২.২০
টাটা মোটর্স—	৯৭৪.৮০
টি.সি.এস.—	৩৮৫৬.৩০
টাটা স্টিল—	১৮০.২০
ডাবর—	৬১৯.৬৫
গোদরেজ—	৮০৩.৫০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫৬১.৫০
আই.টি.সি.—	৪৩৬.৭৫
ও.এন.জি.সি.—	২৫৯.১০
সিপলা —	১৫৩৩.৮০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৪৪০.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪১৮.৫০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক–	১১২৪.০৫
সেল—	১৫০.০০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৩২.১৫
সিমেন্স—	৬৮২১.০০
ফাইজার—	৪৯৩৪.৯৫
ইউনিটেক—	১০.৪২
উইপ্রো—	৪৭৫.০০
ডা. রেড্ডি–	৬০৮৯.৩০
মারুতি—	১২৭০৩.২০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১২০০.৪৫
টি সি আই —	৯১৬.১৫
মহানগর টেলি —	৩৭.৭৫
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২০৫.৩০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১১ জুন

১৬৮৫ব্রিটিশ সম্রাট চার্লসের সঙ্গে তাঁর ক্ষমতা দখল করার জন্য এবং তাঁকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে কারাবন্দী করার জন্য। মামুথের ডিউক জেমস এই দিন লাইমরেগিসে এসে পৌঁছান। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী চার্লসকে হটাবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল।

১৭৭৬ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী জন কনস্টেবলের জন্ম। তিনি ছিলেন মূলত ল্যান্ডস্কেপ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ শিল্পীরা ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাকৃতিক চিত্র আঁকার যে ধারা তৈরি করেছিলেন কনস্টেবল সেই ধারারই অন্যতম। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩৭ সালে। **১৮৪৭** স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যু। এই অভিযাত্রী মেরুপ্রদেশে ঢোকার জন্য বারবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৮৬ সালে। ব্রিটেনে জন্ম নেওয়া এই অভিযাত্রী পরবর্তীকালে প্রশাসনেও অংশ নেন। ব্রিটেনের পক্ষ থেকে তিনি তাসমানিয়ার শাসক নিযুক্ত হন। তখন অবশ্য তাসমানিয়ার নাম ছিল ভ্যান ডিয়েমেন্স ল্যান্ড। ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। **১৮৬৪** জার্মান সঙ্গীতস্রষ্ঠা রিচার্ড স্ট্রসের জন্ম।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯৬২

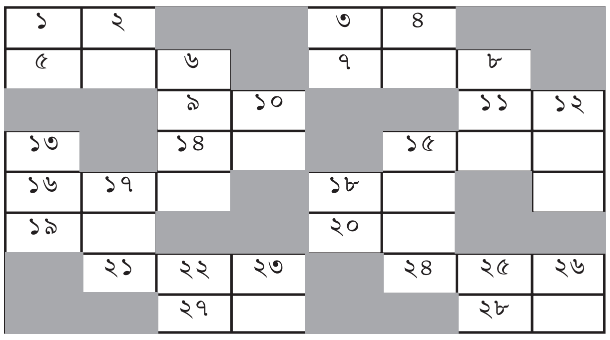

পাশাপাশি ঃ- ১) চিনির রসের উপর কালো আস্তরণ। ২) মন থেকে যা মুছে ফেলা খুবই কঠিন। ৫) মুসলমান রমনীদের মুখ ঢাকবার কাপড়। ৭) দুই পক্ষের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ৯) শেষ ১১) কাবু ১৪) বন্যা / প্লাবন। ১৮) আঙ্গিনা ১৬) মৃত্যুর পর মুসলমানদের দেহ যেখানে স্থান পায়। ১৮) ধন লক্ষী ১৯) স্থগিত ২০) সম্মানীয় ব্যক্তি ২১) বরাত বা কপাল ২৪) শাসনকর্তা । ২৭) পৃথিবী ২৮) লোহার চাদর দিয়ে তৈরী পোশাক।

উপরনীচ ঃ- ১) শরীর / গাত্র ২) দাম বা মূল্যের হার। ৩) অগ্র জন্মেছে যে ভাই। ৪) কণ্ঠ ৬) এই গিরিপথ খাওয়া যায়। ৮) এক প্রকার পান মশলা ১০) ত্রি ১২) চাঁদবেনের স্ত্রী ১৩) মা গঙ্গার বাহন ১৫) অমাবস্যা ১৭) পরিবর্তন। ১৮) লক্ষী ২২) মুনাফা ২৩) ফুল গাছ লাগানোর জন্য মাটির পাত্র ২৫) সমস্ত বা সকল। ২৬) কাজ।

উত্তর - ৫৯৬১

পাশাপাশি ঃ- (২) অবদান। ৫) ভন্ড। ৬) পাড়ুক। ৮) বক। ৯) মাল। ১১) আপনজন। ১৩) হম্বি। ১৫) অধিকার। **উপরনীচ** ঃ- (১) শুশোভন্ন। ২) অশ্ব। ৩) দাবাড়ু।৪) কিরাত। ৬) পাক।৭) কমল। ৮) বপন। ৯) মান। ১০) বিম্বসার। ১১) আসামী। ১২) জলধি। ১৪) ধার।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ, **১১ জুন** ২৮ জেঠ, সংবৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৪ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯। **মঙ্গলবার,** পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৬।০ মিঃ। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩৮ মিঃ। ব্যাঘাতযোগ সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ মিঃ। ববকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।২৯ গতে বালবকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।০ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ১২।৩৮ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **যোগিনী**- দক্ষিণে, সন্ধ্যা ঘ ৬।০ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি**- ঘ ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ২।৫৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**- ৭।৩৮ গতে ৮।৫৮ মধ্যে। **যাত্রা**-শুভ উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ- বনিবনার অভাব। **বৃষ**-ধননাশ। **মিথুন** -অপ্রিয়ভাজন। **কর্কট**-ধনাগম। **সিংহ**-মামলায় জয়। **কন্যা**-শ্লেষ্মাবৃদ্ধি। **তুলা**-আইনি সমাগম। **বৃশ্চিক**- গৌরব বৃদ্ধি। **ধনু**-স্বাস্থ্যের অবনতি। **মকর**-অবৈধ প্রণয়। **কুম্ভ**-সৎবুদ্ধি লাভ। **মীন**-নিরানন্দ।

আগামীকাল

মেষ- বুদ্ধিনাশ। **বৃষ** -নিঃসঙ্গতা। **মিথুন** -জনপথে বিপদ। **কর্কট**-সুনাম বৃদ্ধি। **সিংহ**-শোক সংবাদ। **কন্যা**-অতিথি সমাগম। **তুলা**-স্থায়ী সমাধান। **বৃশ্চিক**- উদারতা। **ধনু**-নিরাপত্তার অভাব। **মকর**-পেটের সমস্যা। **কুম্ভ**-ঘৃণাভাব। **মীন**-সৎকর্ম্মে ব্যয়।

জেলায়-জেলায়

লোকসভা ভোট মিটতেই রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে ১০ জুলাই উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুনঃ লোকসভা ভোট মিটতেই রাজ্যে ফের নির্বাচন। চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এই চারটি কেন্দ্র হল, নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, কলকাতার মানিকতলা এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। আগামী ১০ জুলাই এই চার কেন্দ্রেই উপনির্বাচন হবে। ভোটগণনা হবে ১৩ জুলাই। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। এ বার লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল রাজ্যের শাসকদল। ফলে বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে হয় কল্যাণীকে। তিনি ইস্তফা দেওয়ায় রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একই ভাবে ২০২১ সালে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়ে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে তৃণমূলে যোগ দেন মুকুটমণি অধিকারী। তাঁকে এ বার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। মুকুটমণিও বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। তাঁকে এ বার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করে জোড়াফুল শিবির। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ। গত বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা, অধুনা প্রয়াত সাধন পাণ্ডে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। কিন্তু তার পর দীর্ঘ দিন মানিকতলা বিধায়কহীন থাকলেও সেখানে উপনির্বাচন হয়নি।

এবার রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়ক লোকসভা ভোটে লড়ে জয়ী হয়েছেন। মেদিনীপুরের তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া কোচবিহার কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। মাদারিহাটের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। এর পাশাপাশি তালড্যাংরা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। হাড়োয়া কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম বসিরহাট কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। নৈহাটি কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। এক মাত্র অরূপ গত সপ্তাহে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নির্বাচিত সাংসদদের প্রত্যেকেই বিধায়ক পদে ইস্তফা দিলে উপরিউক্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেও উপনির্বাচন হবে। কমিশন সূত্রে খবর, এই ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে পুজোর আগে উপনির্বাচন হতে পারে। কমিশন জানিয়েছে, উপনির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ জুন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ জুন।

তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ জুনঃ সক্রিয় তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল কিছু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার গজনীপুরে। মৃত ব্যক্তির নাম, সনাতন ঘোষ (৪৪)। দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় বলে জানা গেছে।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে সনাতন ঘোষ আরও দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে একটি মারুতি গাড়ি করে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁর বাইক থামিয়ে সামনে থেকে বুকে পেটে গুলি করে পালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সনাতনের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। সনাতনের এক আত্মীয়া প্রিয়াঙ্কা ঘোষ জানিয়েছেন, 'সনাতন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গতকাল রাতেও সে তৃণমূল নেতাদের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় মারুতি নিয়ে কিছু দুষ্কৃতী তাঁর পেছনে ধাওয়া করে। তারপর তাঁর বাইকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। সনাতনের দুই সঙ্গী ভয়ে পালিয়ে গেল বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা।' তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের গ্রামেরই বাসিন্দা তিনকড়ির সাথে জমি জমা সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। সম্ভবত তারই আক্রোশে তিনকড়ির লোকজনই সনাতনকে খুন করেছে।

যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওই এলাকায় উৎপল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি খুন হন। সেই ঘটনায় নাম জড়িয়ে যায় সনাতনের। এরপর গ্রেপ্তারের পর দীর্ঘদিন তিনি জেলে ছিলেন। সম্প্রতি জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন সনাতন। আর তার পরই এই খুন। যদিও এই খুনের সাথে রাজনীতির কোনও যোগাযোগ নেই বলে জানিয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপির দুই দলেরই নেতৃত্ব। তবে কি কারণে খুন তা তদন্ত করে দেখছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

বজ্রপাতে মৃত ৪, শোকের ছায়া এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১০ জুনঃ আকাশে হালকা মেঘ দেখে অনেকেরই মনে আশা জেগেছিল, কিছুটা স্বস্তি মিলবে। কিন্তু বৃষ্টিপাত সেভাবে হল তো না। উপরন্তু 'শুকনো মেঘের' বজ্রপাত পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে প্রাণ কাড়ল চারজনের। শোকের ছায়া এলাকায়।

সোমবার বিকেলে মাঠে গরু চরানোর সময় মৃত্যু হয়েছে দুই ভাইয়ের। মঙ্গলকোটের কৈচর বাজার থেকে কিছুটা দূরে কানাইডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা অজিত ঘোষ (৫৯) ও বিজয় ঘোষ (৫৫) নামে দুই গোপালক তখন তাদের গরুগুলি নিয়ে মাঠে চরাচ্ছিলেন। আকাশে মেঘ দেখেই গরুগুলি তাড়িয়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। তখনই বৃষ্টিহীন মেঘে বজ্রপাতে লুটিয়ে পড়েন দুজনেই। পরে খবর পেয়ে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রায় একই সময়ে মঙ্গলকোটের ঠ্যাঙ্গাপাড়া গ্রামের কাছে মাঠে গরু চরানোর সময় জিল্লাল মোল্লা (৬২) বজ্রপাতে মারা যান। তার একটি গরুও মারা যায়। এদিনই বিকেলে মঙ্গলকোটের সাকোনা গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে রুবিনা বিবি (৩৭) নামে এক বধূর। জানা গিয়েছে রুবিনা বিবির বাড়ি বীরভূমের নানুরে। তিনি সাকোনা গ্রামে আত্মীয়বাড়িতে এসেছিলেন। আত্মীয় বাড়ির কাছে মাঠে যাওয়ার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন বজ্রপাতে মঙ্গলকোটে তিনটি গরুও মারা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যার মুখে কাটোয়া শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। একটি ডাবগাছে বাজ পড়লে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গাছটি। মঙ্গলকোটের নপাড়া গ্রামে হাসনানাহারা খাতুন নামে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী বজ্রপাতে জখম হয়। তাকে মঙ্গলকোট ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রানিগঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১০ জুনঃ রানিগঞ্জের সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার এক। গিরিডি জেলা থেকে তাঁকে রবিবার রাতেই আটক করে পুলিশ। একই সঙ্গে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া চারচাকা গাড়িটিও উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার ধৃত অভিযুক্তকে আসানসোল আদালতে হাজির করানো হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জেরা করে জানতে পেরেছে, ধৃত সুরজকুমার সিংহ বিহারের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা। ঝাড়খণ্ড হয়ে বিহারে পালানোর চেষ্টা করছিল ডাকাতের দল। তার আগেই সুরজ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত থাকা এক জনকে ধরা গেলেও বাকি তিন জন এখনও অধরা।

রবিবার পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জে 'সেনকো গোল্ড' নামে একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতির পর চার অভিযুক্তের সঙ্গে একপ্রস্ত গুলির লড়াই চলে পুলিশের। শ্রীপুর পুলিশ ফাঁড়ির বড়বাবু মেঘনাদ মণ্ডলের গুলিতে আহত হয়েছিলেন সুরজ। সূত্রের খবর, একটি বাইকে তিন জন এবং অন্য বাইকে চার ডাকাত পালিয়েছিল। রানিগঞ্জ থেকে আসানসোল যাওয়ার রাস্তায় মহিশীলা কলোনির চক্রবর্তী মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়ন দত্ত নামে এক ব্যক্তির চারচাকা গাড়ি নিয়ে পালায় ডাকাতেরা। ঘটনাস্থলে বাইক দু'টি ফেলে পালায় তারা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডে পালায় চার ডাকাত। তাদের ধরতে রবিবার রাতেই আসানসোল থেকে ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলায় পৌঁছে গিয়েছিল পুলিশের একটি দল। ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালিয়ে রাতেই সুরজকুমার সিংহ নামে এক ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়। ঝাড়খণ্ডের পুলিশ আধিকারিকেরা জানান, বিহারের গোপালগঞ্জের দিকে পালানোর চেষ্টা করছিল ডাকাতেরা। কিন্তু তাদের দলের সুরজের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। কারণ তার কোমরে পুলিশের ছোড়া গুলি লেগেছিল। সুরজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর সঙ্গীরা সরাইয়া জঙ্গলের দিকে পালিয়েছে। সেই জঙ্গল চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে ঝাড়খণ্ড ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরা। বাকি তিন জন দুষ্কৃতী কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, সেটাই জানার চেষ্টা করছে তারা।

ফের বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ জুনঃ প্রায় এক বছর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রামের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাতে মৃত্যু হয়েছিল অন্তত ৯ জনের। সেই ঘটনার পরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল গোটা রাজ্যে। বেআইনি বাজি কারখানা রুখতে একের পর এক পদক্ষেপ করেছিল রাজ্য সরকার। তারপরেও ফের পূর্ব মেদিনীপুরে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। তবে এবার ঘটনাস্থল হল কোলাঘাট। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত্রি ১০ টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত পয়াগ গ্রামে প্রথমে একটি বেআইনি বাজি কারখানায় আগুন লাগে। তারপরেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে পয়াগ গ্রামের বেশ কিছু পরিবার বেআইনি বাজির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গতকাল আনন্দ মাইতি এক বাসিন্দার বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে। তারফলে একটি বাড়ি সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছে। পাশের আরও একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কোলাঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তারা ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই বাজি কারখানার বিস্ফোরণে কত জন আহত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে জানা যাচ্ছে, পার্শ্ববর্তী এক বাড়ির বৃদ্ধা জখম হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরেই পুরো এলাকার ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

মন্ত্রী একজনই, বাকি সব সান্ত্রী

যতই মন্ত্রী পদ নিয়ে টানা হেঁচড়া, লাঠালাঠি, কুটকাচালি হোক না কেন, মন্ত্রীসভার বহর বাড়ানো হোক না কেন, পাঁচজন জিতে তিনজন মন্ত্রী হলেও আখেরে মন্ত্রীদের কোন গুরুত্ব নেই তা এনডিএ মন্ত্রীসভা বা মোদি মন্ত্রীসভায়। অনেকে ভাবছেন আগের দশ বছরে যা হয়েছে সেটা এবার আর হবে না। তাদের ভাবনা ভুল। যা আগে হয়েছে, তাই আগামী দিনে হবে। যারা ভাবছেন মোদির জামা ধরে টানাটানি করবেন, তারা মোদির ক্ষমতাকে বোঝেন না। টানাটানি করা লোকেদের কি ভাবে টাইট করতে হয় তা মন্ত্রীসভার দপ্তর বন্টন করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। যদিও যে দপ্তরের যে মন্ত্রী হোন না কেন তারা দপ্তরের কাজ করতে পারবেন না। যেখান থেকে আগে কাজ হত, সেখানেই এবারও হবে। এরা ফাইল বাহক ছাড়া আর কিছু হতে পারবেন না। যারা দপ্তর নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন তারা শুধু শুধু লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন। পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু সবাই বুঝেছেন কোথাও শৌচালয় উদ্বোধন করতে হলে তা প্রধানমন্ত্রীর নামে হয় এবং বিজ্ঞাপনে ছবি থাকে শুধু প্রধানমন্ত্রীর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বা শহর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের ছবি থাকার উপায় নেই। এই সংস্কৃতি মোদি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে বদলে যাবে তা কি করে হয়। এই ধরণের সংস্কৃতিতে মন্ত্রীরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তারা জানেন এনডিএ কাল বা মোদি কাল যে নামেই ডাকা হোক না কেন এটাও মোদি কালই। তিনি যা বলবেন সেটাই সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদের কোন জায়গা নেই, প্রতিবাদ করতে এলেই পত্রপাঠ বিদায়। মন্ত্রী হওয়ার যে সুখ ভোগ তা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিছু না করেও রোজগারের যে ব্যবস্থা সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। করে খাওয়া রাজনীতিকরা সে পথে চলেন না।

অনেকেই আশা করছিলেন যেহেতু জোট সরকার তাই জোটের শরিকদের দু একটি বড় দপ্তর দেওয়া হবে। মোদি সে রাস্তায় যাননি। বুঝিয়ে দিয়েছেন জোটে থাকলেও তার দয়ায় থাকতে হবে। ভোটে জেতার কায়দা কানুন তার থেকে বেশী কেউ জানেন না। যদি ভোটের ফলাফলের ময়না তদন্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রায় ৫০টি আসনে এক হাজার ভোটের নীচে ইন্ডিয়া জোটকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। জয়রাম রমেশ যে অভিযোগ করেছিলেন জেলা শাসকদের হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে বিজেপিকে জেতাতে হবে, না হলে ফল ভুগতে হবে। সেটাই বাস্তবে ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই বলেছেন ভোটের কারসাজি না হলে মোদি কখনই তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। সেই কারসাজি কারা করেছেন সেটাও সবাই জানেন। প্রমাণ করা কঠিন তাই নাম উল্লেখ করে বলা যাবে না। তবে জনতা পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারা মোদিকে হটাতে চেয়েছিলেন সে জন্য বারানসীতে তিনি নিজে মাত্র দেড় লক্ষের কিছু বেশী ভোটে জিতেছিলেন এবং ৫০টি আসনে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে ব্যবধান ১০০০-এর নীচে। এটাই প্রমাণ করে জনতা পরিবর্তন চেয়েছিলেন, জোর করে ভোট নিজেদের পক্ষে করে নেওয়া হয়েছে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে মুক্তির অবিদ্যমানতা কখনোই হয়নি, তা কখনই হয় না, হবে না এবং হতে পারে না। প্রাপ্তের সত্তা না মেনে প্রতীতির সত্তা মেনে নেওয়াই হল বন্ধন এবং প্রতীতির সত্তা না মেনে প্রাপ্তের সত্তা অনুভব করা হল মুক্তি। অতএব বন্ধন এবং মোক্ষ কেবল স্বীকৃতির মধ্যেই আছে, স্বরূপে নেই।

প্রশ্ন—যা প্রাপ্ত সেই পরমাত্মত্ত্বকে দেখা যায় না এবং যা প্রতীতি সেই সংসারকে দেখা যায়—এর কারণ কী?

উত্তর— যেমন, শরীরের প্রধান আধার হল হাড়, কিন্তু তা দেখা যায় না। চামড়া প্রধান আধার নয়, তাকে দেখা যায়। যাতে শক্তি সেই জিনিস দেখা যায় না আর যে জিনিস দেখা যায় তাতে শক্তি নেই। পরমাত্মাও তেমনই জগৎ-সংসারের প্রধান আধার হলেও তাঁকে দেখা যায় না, বরং সংসারকেই দেখা যায়। বাস্তবে যা বিদ্যমান তাকে দেখা যায় না আর যাকে দেখা যায় বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই।

হাড় পিতার অংস থেকে এবং চামড়া মায়ের অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। অতএব শরীর হল মা-বাবার অংশ। কিন্তু শরীরে মাকেও দেখা যায় না, বাবাকেও দেখা যায় না। এইভাবে সংসার প্রকৃতি ও পরমাত্মার সংযোগে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সংসারে প্রকৃতিকেও দেখা যায় না এবং পরমাত্মাকেও দেখা যায় না। কেবল প্রকৃতির কাজই দেখা যায়।

ক্রমশ...

আশঙ্কা মধ্যবর্তী নির্বাচনের

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ লোকসভার ফলাফল হাতে আসতেই দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হল দেশের এনডিএ জোট, ইন্ডি জোট পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, কিন্তু লাভের লাভ হল বিহারের বাদশা চাণক্যের চাণক্য জেডিইউ নেতা নীতীশকুমার। এককথায় যিনি হলেন মোদী সরকারের আগামী পাঁচ বছরের চালিকাশক্তি। সঙ্গে অপর লাভবান ও চালিকাশক্তি হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। রাজনীতিতে পালটি খাওয়ার রেকর্ড রয়েছে নীতীশকুমারের। ঝোপ বুঝে কোপ মারেন নীতীশকুমার। সুযোগ পেলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন চন্দ্রবাবু নাইডুও। নরেন্দ্র দামোদর মোদী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড স্পর্শ করলেন। কিন্তু বসবাস হয়ে গেল কেউটের বাসায়। যদিও ইন্ডি জোট তেমন সংখ্যা নিয়ে আসেনি এটাই রক্ষে।

ইন্ডি জোট পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝগড়াতেই মেতে থাকবে এটাও বাস্তব। ১৯.৩.১৯৯৮ সাল থেকে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে অবধি দেশের মানুষ স্থায়ী সরকার পান। তার আগে বারবার নড়বড়ে হয় কেন্দ্রের সরকার। বিকাশপুরুষ অটলবিহারী বাজপেয়ীকেও (১৬.৫.১৯৯৬-১.৬.১৯৯৬) নাকানিচোবানি খেয়ে তেরো দিনের মাথায় পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ চলে আসে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর। পলিটব্যুরোর ঐতিহাসিক ভুলে দেশ বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পায়নি। দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এইচ ডি দেবগৌড়া। সেও মাত্র ১.৬.৯৬ থেকে ২১.৪.৯৭ অবধি কয়েক মাসের জন্য। এরপর দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দ্রকুমার গুজরাল। ইন্দ্রকুমার গুজরাল টিকতে পেরেছিলেন মাত্র ২১.৪.৯৭ থেকে ১৯.৩.৯৮ অবধি অর্থাৎ এগারো মাস। এরপর মধ্যবর্তী নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ জোট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। যদিও বিজেপি একক নিরঙ্কুশ ছিলনা। সেবার বিজেপি এককভাবে জয়লাভ করেন ১৮২টি আসনে। দরকার ছিল ২৭২টি আসনের। কিন্তু ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ পায় ৩০০ ছুঁইছুঁই আসন। অটলবিহারী বাজপেয়ী বিশ্বস্ত জোট-শরিকদের নিয়ে পাঁচ বছর কাল স্থায়িত্ব দেন সরকারের। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পোখরানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, কারগিল যুদ্ধে জয়লাভ, 'শাইনিং' রাজপথ। সময়টা ছিল লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণী ও বিকাশপুরুষ অটলবিহারী বাজপেয়ীর যুগলবন্দি। বিজেপি দেশে তাদের জনপ্রিয়তা বুঝে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আনেন। নির্বাচনে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার হেরে পর্যুদস্ত হয়। সালটা ছিল ২০০৪। ইউপিএ জয়লাভ করলেও সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হতে অস্বীকার করেন। প্রধানমন্ত্রী হন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কংগ্রেস নেতা ড. মনমোহন সিং। পরপর দু'বার অর্থাৎ দশ বছর প্রধানমন্ত্রীত্বে থাকার পর ২০১৪ সালে বিজেপির কাছে হেরে যায় ইউপিএ ওরফে মনমোহনের সরকার। শুধুমাত্র হারেন নি, বিজেপির নরেন্দ্র মোদী ঝড়ে বিরোধীশূণ্য হয়ে যায় ষোড়শ লোকসভা। রাজনীতির ইতিহাসে কংগ্রেস সর্বনিম্ন ৪৪টি আসনে জয়লাভ করে। বিজেপি একাই ২৮২টি আসনে জয়লাভ করে একক নিরঙ্কুশ হয়। ১৯৮৪ সালের পর এককভাবে কোনো দলের নিরঙ্কুশ জয় আসে। ২০১৯ সালের সপ্তদশ নির্বাচনেও পুরুষাকার বক্তৃতা দিয়ে বিজেপি একাই একক নিরঙ্কুশ হয়েছিল। ২০২৪ সালে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আর একক নিরঙ্কুশ রইলো না। ইন্ডি জোট বা ইন্ডিয়া অষ্টাদশ লোকসভায় আরও ভালো ফল করতে পারত। তা পারে নি বেশ কিছু শীর্ষ নেতৃত্বের জন্য। যার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। ইন্ডিয়া নামকরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নীতীশকুমার স্বয়ং ছিলেন ইন্ডি জোটের মধ্যেই। ইন্ডি জোটের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুত্ব দেওয়ায় নীতীশকুমার ইন্ডিয়া ছেড়ে এনডিএতে যোগ দেন। মমতা বিরোধী নীতীশকুমার বুঝেছিলেন ইন্ডিয়া-তে থেকে প্রধানমন্ত্রী হবার তাঁর কোনো সুযোগ নেই। বরং সেই সুযোগ আসতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নীতীশকুমার ইন্ডি জোট ত্যাগ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভোটের মুখে একলা চলো রণনীতি নেন। ফলে ইন্ডি জোট ২৩২-এ থেমে যায়। যত দিন পেরোবে ইন্ডি জোট দুর্বল হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ইন্ডির দূরত্ব বাড়বে। দেশ ফের মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে আগাবে।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., Editor - Vivekananda Tripathy

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য-সংস্কৃতি

গল্পটা সত্যি

তন্ময় কবিরাজ

(ক)

"আমি তো পাগল নই।" জানালার পাশে উদাসভাবে সমরেশ যখন বলল তখন দমকা হাওয়ায় জানালাটা হটাৎ খুলে গেল। মেঘলা আকাশের পাশ কাটিয়ে সূর্যের আবির্ভাব।

"আমি জানি সেটা।" স্বীকার করল মনোবিদ নন্দন।

"তাহলে প্রতিদিন এক প্রশ্ন করেন কেন? বোঝেন না আমি বিরক্ত হই। প্লিজ আমাকে একটু নিজের মতো থাকতে দিন।" রেগে উঠলো সমরেশ।

"আমাকে তো আমার কাজ করতে হবে বলুন। আফটার অল, আমি একজন মনোবিদ। বসকে কাউন্সেলিং রিপোর্ট জমা দিতে হবে। প্রশ্ন করে কনফার্ম হতে চাইছি। সরি, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। কাল আসবো। কালকেই আপনাকে রিলিজ করে দেবো। তখন নিজের মতো করে বাঁচতে পারবেন।" বলল মনোবিদ নন্দন।

কথার মধ্যে তাচ্ছিল্য সমরেশের, "মানুষের মন নিয়ে পাঁচ বছর পড়াশোনা করে এই সহজ সত্যটা বুঝতে এতো সময় লেগে গেল? পারলে মমের গল্পের বই পড়বেন। সেখানে উইলসন বলে একটা চরিত্র আছে। নাহলে বাকি সবার মত অভ্যাসের দাস হয়ে জীবন কাটাতে হবে।"

"বেশ পড়ব।" উঠে গেল মনোবিদ নন্দন।

(খ)

সমরেশ ছমাস হয়ে গেল হোমে আছে। সমরেশকে প্রথম দেখেই খটকা লাগে নন্দনের। জনা সাতেক লোক এসে দিয়ে গেল সেদিন। সবাই সমরেশের প্রতিবেশী। তাদের অভিযোগ, সমরেশ সারাদিন ঘর বন্ধ করে রাখে। খাওয়া দাওয়া কি করে কেউ জানে না। বাইরে খুব একটা আসে না। বারান্দাটা বখাটে ছেলেদের আড্ডাখানা হয়ে গেছে। পাড়ার লোকেরা সমরেশকে বলতে গেলে, সে শুধু তাকিয়ে থাকে। আর এক গাল দাড়ির ভেতর থেকে অনেকক্ষণ পরে বলে উঠে, "বেশ করেছে"। দিয়েই দরজা বন্ধ করে দেয় আবার। বাড়িতে সমরেশ একাই থাকে। বিয়ে করেনি। আগে খুব মিশুকে ছিল। পাড়াতে রটে গেছে, সমরেশের মাথাটা গেছে। পরে অবশ্য নন্দনবাবুর টিম জানতে পারে, এর পিছনে প্রোমোটারি গল্প রয়েছে।

যখন সমরেশকে আনা হয় তখন হাতে ছিল একটা পুরনো বই। বইয়ের সামনের পাতা নেই। তাই প্রথমে কি বই নন্দন বুঝতে পারে নি। পরে জেনেছিল, কালিদাসের একটা বই। নন্দনের লোকেরা চা দিয়েছিল। সমরেশ খায়নি। জল চেয়েছিল। হোমের ঘরটা পছন্দ হয়েছিল সমরেশের। নিজেই কথা বলার ফাঁকে বলে ফেলেছিল, "পুরানো ঘরে সাবেকি গন্ধ আছে।" বই পড়ার মাঝে হাতের আঙুল দিয়ে ছক কাটত। হোমের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে বলত, "ছকে দেখছি কপা যাবে সে।" সে মানে তিনি যখন যা ভাবেন সেটা। সমরেশ কম কথা বলত। হোমের লোকেরা অনেকবার প্রশ্ন করলে তবেই উত্তর দিত সমরেশ। তাও দু একটা কথায়।

সমরেশের আসার দুদিন পরে সকালের ভিজিটে নন্দন আসে। হাসি মুখে প্রশ্ন করে, "সমরেশবাবু, হোমের লোকেরা বলছে আপনি খুব কম কথা বলেন। এতো কম কথা বলে থাকেন কি করে? মন খুলে কথা বলতে হবে।"

তৎক্ষণাৎ সমরেশ জবাব দেয়, "মন খুলে কথা বলতে গেলে মনের মত মানুষ চাই।" বলেই চুপ করে গেল।

উত্তরটা ঝড়ের মত আসবে আশা করেনি নন্দন। নিজেকে সামলে বলল, "আপনি তো ভালোই কথা বলেন। লোকেরা খুব ফালতু কথা বলছে আপনাকে নিয়ে।"

"লোকেরা কি করে জানবে আমার সম্পর্কে? আমি কেমন সেতো আমি জানব। যদি নিজেকেই বুঝতে না পারি তাহলে জানবো বোধ হয়নি। আমার বড় অপরাধ, আমি নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কেউ সেটা বুঝলো না। আমাকে পাগল সাজিয়ে দিল।" কথার মধ্যে আক্ষেপ সমরেশের।

"কি করেন আপনি?" প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিল নন্দন।

"মনের ভেতর ছবি আঁকি আর স্বপ্ন দেখি।" কথাটা শেষ করেই নন্দনের দিকে তাকালো। সমরেশ বুঝতে পেরেছে, তার কথায় নন্দন অবাক হয়েছে। জানতে চাইলো সমরেশবাবু, "অবাক হলেন?" শিশুর মতো ঘাড় নাড়ল নন্দন। "সাইকোলজির কোনো ফ্যাক্টর তো কাজ করছে না।" স্বীকার করে নিল নন্দন, "অবাক একটু হলাম।"

"আপনি ও হেনরির লাস্ট লিফ গল্পটা পড়বেন। সেখানে একটা বুড়ো ছিলো। আমি তার মত। আমার বয়সটার ওর মত নাহলেও চিন্তাতে আমরা একই।" বলল সমরেশ।

"তা আপনার চলে কি করে?" জানতে চাইলো নন্দন।

"ছোটবেলাতে গল্প, কবিতা লিখতাম। ভেবেছিলাম সাহিত্যকে পেশা করব। দু একটা বই বার করেছিলাম। প্রকাশক বললো, আপনার বই চলবে না। যুগের সাথে মিলিয়ে লিখতে হবে। পারলাম না। আমি তো আমার মত করে ভাবি। আপনার খবর আমি কি করে জানবো? মাঝে মাঝে নিজে কি চাই সেটাই বুঝতে পারি না। আপনি তো একজন মনোবিদ, আপনি কি সবসময় ঠিক বলতে পারেন? সমরেশের শেষ কথাটা ভালো লাগেনি শুনতে, "আপনি এভাবে কথা বললে লোকে ভাববে আপনি অভদ্র।"

সমরেশ বলল, "যার পরের স্টেশন মৃত্যু সে নিজের কথা না ভেবে এই বয়সে ভদ্র হবে?"

"আপনি তো ভালো কথা বলেন। তবু লোকে বলে আপনি কম কথা বলেন।"

"মানুষ পেলে কথা বলি।"

"আমি তাহলে মানুষ?"

"আমার তো তাই মনে হয়। "

"লেখালেখি কি এখনো চলে?" প্রশ্ন করলো নন্দন।

"না। মনের ভেতরে শুধু ভাবি। এক একটা দিন পার করেছি এক একটা চরিত্রকে ভেবে। তবে লিখি না। যে শিশুকে খেতে দিতে পারব না তাকে জন্ম দিয়ে কি হবে?" উত্তর দিলো সমরেশ।

(ক্রমশ ...)

কবিতা

পোয়াবারো

পশুপতি ভদ্র

কূল ভেঙে এগিয়ে যায় নদী,
ডহরের ভিতর দিয়ে নেমে এলো বন্য শেয়াল,
রাস্তা ভাঙতে গিয়ে অকস্মাৎ,
অস্থিরতায় হয়ে উঠলে অত্যন্ত ক্ষিপ্র,
ভক্তের অবগাহনে দুরন্ত ঝোরা,
চমকপ্রদ প্রসাদে তুমি কী আপ্লুত?
ভয়ার্ত পুরুষ, - প্রতিনিয়ত ভয়।

অকস্মাৎ নদী, প্রাপ্তি ও ক্ষতি,
বিধি যদি হয় ভালো, তোমার সঙ্গে পোয়াবারো,
গোধূলি বেলায় আমবাগানে ঝকঝকে তরুণী,
অন্ধকার ডিঙিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে কাটাপাহাড়,
কেমন যেন জড়িয়েছিলে, - দুহাত দিয়ে গলা,
সত্য কথা কেউ না জানুক, পেয়েছি ষোলআনা,
মনে পড়লে শিউরে উঠি, অধিক চলে হৃৎপিন্ড।

অসময়ে ময়ূর,
রঙিন শাড়িতে ডাগর তুমি, - খুলেছিলে দ্বার,
বাগানে সাতসকাল, - কাগজি গাছে ভ্রমর,
ভালোবাসা এমন খাসা, - সোহাগ সুখে ডাঁসা।

শূন্য

কিরণময় পাত্র

শূন্য দিয়ে শুরু হয়,
শূন্য দিয়ে শেষ।
শূন্য দিয়ে পূর্ণ হয়,
সেই ই তো বেশ।
শূন্য জ্ঞান পূর্ণ ক্ষণ,
সত্য তবে জানে মন।
শূন্য হাতে কেঁদে আসি,
শূন্য হয়ে যাই হাসি।
শূন্য হাসি শব্দ রাশি,
আপসে যায় আপনি খসি।
শূন্য হাতে ফিরে এলে,
সবাই তারে বিফল বলে।
শূন্য মন স্থির জল,
থাকেনা সেথায় কোলাহল।
শূন্য দূরত্ব এলে মনে,
সবাই আপন হয় যে প্রাণে।
শূন্যে থেকে ঝুলি আমি,
তবু তো যাই সকল ভ্রমি।
শূন্য হই সকল ছাড়ি,
যে কোন সময় খসে পড়ি।

সময়ের কাছে

সমীর কুমার ভৌমিক

সময়ের কাছে মাথা নত করে সব সত্যি স্বীকার -
ভেঙে খান খান হয়ে যায় পুঞ্জিভুত সমস্ত অহংকার,
সময়ের স্বচ্ছতা - অনাবিল আত্মপ্রকাশ
কোটি বছরের পুরাতন জটিল জীবনের নির্যাস।

তবু সময়কে হার মানানোর কত না প্রয়াস!
না মানার দুর্বার প্রতিরোধ - জঘন্য স্বার্থের বাস,
সময়ের দরজা খুলে দেয় আত্মকথনের রাত
জীবনের মুখোমুখি বসে হয় তার মোলাকাত!

রুদ্ধ সেখানে জীবনের সব বিকল্প পথ।
বিচারের বাণী সেই - ধ্বনিত সত্য শপথ।
বাড়তির বোঝা নেই, ঠিকঠাক পরিমাপ ওজনমাফিক
প্রবেশের নানা পথ, প্রস্থানের আছে একদিক!

চেয়ার

শ্যামল বণিক অঞ্জন

চেয়ার যেমন ভালো জিনিস তেমন আবার মন্দও,
চেয়ার বাড়ায় পেয়ার কেয়ার বাড়ায় বিভেদ দ্বন্দ্বও।
ফেয়ার বিহীন চেয়ার তুলে নিন্দার ঝড় শঙ্কাও,
আরো ছড়ায় গল্প গুজব প্রপাগাণ্ডার ডঙ্কাও!
চেয়ার বাড়ায় আলসেমি আর বাড়ায় ভুঁড়ি বাতের দোষ,
সাথে বাড়ায় তৃষ্ণা ক্ষুধা বাড়ায় ভোগ আর লোভের কোষ।
চেয়ার বাড়ায় দাপট প্রভাব লোকের ওজন প্রশান্তি,
একটু বসার হেরফেরে হয় চেয়ার কারো অশান্তি।

রৌদ্রময় দিন

লাবনী খানম

রৌদ্র ঝরে পৃথ্বী পরে
যেন অগ্নির মত,
ঘামাচি আর চুলকানি- তে
বাড়ায় দেহে ক্ষত।

গাছের পাতা হয় যে ছাতা
গরমের এই দিনে,
আজ যে কঠিন ব্যথায় চিনচিন
নির্মল বায়ু বিনে।

জলের অভাব পায় ও নবাব
এমন খরার ক্ষণে,
তেষ্টায় ছাতি যায় যে ফাটি
কাঁদে জনে জনে।

কি আর করি ভেবে মরি
থাকি আদুল গায়ে,
ঘাম যে ঝরে দেহ ভরে
ঘুরি ডানে-বায়ে।

বিদ্যুৎপাখা জং এ ঢাকা
গরমে নাই শান্তি,
কর্ম করে তেষ্টা ধরে
দেহে ভরে ক্লান্তি।

খ্যাতির বিড়ম্বনা

কনক কুমার প্রামানিক

নিপাট অতি ভদ্র মানুষ
মনটা বড় সাদা,
খাতির করে সবাই ডাকে
প্রিয় হারান দাদা।

মাঠে ঘাটে পাড়ার ক্লাবে
সবাই তাকে ডাকে,
যেখানে হোক অনুষ্ঠান
নামটা তার থাকে।

ছাপোষার চাকুরিটা তার
মাইনে পান কম,
সমাজসেবা করতে গিয়ে
বেরিয়ে যায় দম।

শ্রান্ত তিনি চাঁদার ভারে
বাড়ছে বহু দেনা,
বৌদি যতই করুক বারণ
কে শোনে তার মানা?

বেশভূষা তার পরিপাটি
বাড়িতে নেই খানা,
খ্যাতির এমন বাড়াবাড়ি
বড় বিড়ম্বনা।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

'সাম্প্রদায়িক প্রচার আর মুসলিম মেরুকরণ করে জিতেছে তৃণমূল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক। বিরোধী দলগুলির দোরে দোরে ঘুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সুবিধা করতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দিল্লি পৌঁছে এই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মোদীর শপথগ্রহণকে ঐতিহাসিক বলে এদিন উল্লেখ করেন তিনি। রবিবার রাতে দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল জাতীয় স্তরে অপ্রাসঙ্গিক। ওটা একটা আঞ্চলিক দল। এখানে ওদের কোনও কথা বলার জায়গা নেই।' দিল্লিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠককে কটাক্ষ করে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করে কোনও সুবিধা করতে পারবেন না। বাংলায় আমরা ১২টা আসন পেয়েছি বটে, কিন্তু প্রচুর ভোট পেয়েছে বিজেপি। বাংলায় মোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ভোট পেয়েছি আমরা। তৃণমূল তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার করেছে। মুসলিম ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণ করে এই ভোট জিতেছে।' কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে যাবতীয় উদ্বেগ অস্বীকার করে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'নিশ্চই কেন্দ্রে একটি স্থায়ী সরকার গঠিত হবে। ৩০০র বেশি সাংসদ মোদীজির সঙ্গে রয়েছেন। শক্তি, সক্ষম, স্থায়ী, তৎপর ও প্রগতিশীল সরকার গঠিত হবে। আজ একটা ঐতিহাসিক দিন।' মোদী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এদিন দমদম বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দুবাবু। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মাথার তার কাটা'। শনিবার কালীঘাটের বাড়িতে লোকসভা নির্বাচনে দলের জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না। এটা কেউ ভাববেন না যে ইন্ডিয়া আজকে সরকার গঠনের দাবি করেনি বলে কালকে করবে না। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। দেশে বদল প্রয়োজন। মোদীকে কেউ চায় না। এত বড় হারের পর মোদীবাবুর উচিত ছিল এটা অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। ইন্ডিয়ায় আসলে সরকার গড়বে। কিন্তু যে কটা দিন থাকে। একটু সামলাতে দিন। একটু দেখতে দিন নিজেদের। কাকে কতটা সন্তুষ্ট রাখতে পারছে।'

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে জুয়া খেলার অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ বৃষ্টিবিঘ্নিত ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের ফলাফল নিয়ে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণেন্দু দাস। বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার বালিঘাটা এলাকায়। রবিবার ভারত পাকিস্তানের 'লো স্কোরিং' ম্যাচে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা ছিল। একদম শেষ ওভারে বাজিমাত করে ভারত। ভারত কম রান করলেও পাকিস্তান নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো এবং রানের গতি বাড়াতে না পারায় জুয়াড়িদের বাজির দরে কখনও পাকিস্তান কখনও বা ভারত এগিয়েছিল।

রঘুনাথগঞ্জ থানার এক আধিকারিক ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'রবিবার রাতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ চলাকালীন আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই কয়েকজন যুবক রঘুনাথগঞ্জ থানার সদরঘাট এলাকায় ভাগীরথী নদীর ধারে বসে অনলাইনে ম্যাচের ব্যাটিং করছে। এই খবর পাওয়ার পর পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় হানা দেয়। যদিও পুলিশকে দেখে কয়েকজন যুবক পালিয়ে যেতে পারলেও কৃষ্ণেন্দু দাস নামে বালিঘাটা এলাকার এক বাসিন্দাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ওই যুবকের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ওই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বেটিং করা হচ্ছিল। তবে ওই যুবকের কাছ থেকে নগদ কোনও টাকা মেলেনি বলেই খবর।

বঙ্গে শুভেন্দুকে প্রশংসা স্বপন দাশগুপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ এবার লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। উনিশের তুলনায় ফলাফল খারাপ, কমেছে আসন। তার পরও অবশ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপির সাংসদ তথা অন্যতম বুদ্ধিজীবী স্বপন দাশগুপ্ত। দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদারদের কার্যত ব্রাত্য করে মোদি-শুভেন্দু জুটিকেই বঙ্গ বিজেপির চালিকাশক্তি বলে উল্লেখ করলেন। নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে এবিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন স্বপন দাশগুপ্ত। আর তাঁর এই পোস্ট দিল্লিরই বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে, বাংলার ৪২ আসনের মধ্যে বিজেপির প্রাপ্তি মাত্র বারো। ২৯ আসনে জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। আর উনিশের ভোটে বিজেপির প্রাপ্তি ছিল ১৮। সেই তুলনায় অনেকটাই খারাপ ফল এবার। তবে যেটুকু যা হয়েছে, তার পিছনে নরেন্দ্র মোদির অসীম উৎসাহ আর শুভেন্দু অধিকারীর অক্লান্ত পরিশ্রমকেই কৃতিত্ব দিলেন বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছের বিশিষ্টজন স্বপন দাশগুপ্ত। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে স্বপনবাবুর বক্তব্য, "এখন বঙ্গ বিজেপি নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির অসীম উৎসাহে এখানকার জমি তৈরি হয়েছে। আর শুভেন্দু অধিকারীর নিরলস পরিশ্রমে নেতা-কর্মীরা শক্তিশালী হয়েছেন। নাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো। তবে আমাদের কিছু কিছু ত্রুটি ছিল, তা মানতেই হবে।" এই পরিস্থিতিতে স্বপন দাশগুপ্তর পোস্ট যথেষ্ট জল্পনা বাড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে, শুভেন্দুর প্রশংসাসূচক এই পোস্ট আসলে মোদি-শাহদেরই বার্তা। তবে কি বঙ্গ বিজেপিতে শুভেন্দুর গুরুত্ব বাড়ছে? শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে ফের উত্তপ্ত কসবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে দফায়-দফায় উত্তপ্ত কসবা। গত শনিবারের পর রবিবার রাতেও ইন্দুপার্কে চলল বোমাবাজি। সঙ্গে চলল গুলি। অভিযোগ ওঠে শনিবার রাত্রিবেলা হামলা চালায় বহিরাগত দুষ্কৃতীরা। এরপর রবিবার দুপুরে বর্তমান কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানায় প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর গোষ্ঠী। সেই কারণেই রবিবার রাতে হামলা চলে বলে দাবি এলাকাবাসীর। তবে যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। মূলত, রাত্রিবেলা রাজডাঙা ইন্দুপার্ক ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে দফায়-দফায় সেখানে হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন এলাকার বাসিন্দারা। সেখানকার কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার দিকে আঙুল তোলেন তাঁরা। কারণ হিসাবে উঠে আসছে, এই ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা ভোটে খারাপ ফল করেছে। আর সেই দায় লিপিকার গোষ্ঠী ঠেলছে প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের দিকে। এরপরই অভিযোগ ওঠে, লিপিকা মান্নার দলবল ওই এলাকায় গিয়ে দফায়-দফায় হামলা চালাচ্ছে। অভিযোগ, রাত্রিবেলা আলো নিভিয়ে বোমাবাজি করা হচ্ছে। মিলেছে গুলির শেল। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে কসবা থানায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "লিপিকা মান্নার ছেলেরা আমাদের মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে। নাইটি ধরে টানছে। পাশের আর এক মহিলাকে মেরেছেন।"

৭৭ দিনের শিক্ষা, ভোটে হারের পরে খোলা চিঠি সৃজনের তরফে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে এবারও শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে বামেদের। যাদবপুর লোকসভা নির্বাচনে বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য অনেক আশা জাগিয়েও পরাজিত হয়েছেন। নির্বাচনে কেনও এরকম ফলাফল হয়েছে তা নিয়ে দলীয় স্তরে আলোচনা চলছে। এরই মাঝে খোলা চিঠি দিলেন যাদবপুরের সিপিআইএম প্রার্থী। তিনি কী লিখেছেন চিঠিতে? যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লিখছেন, "হেরেছি। তবে, হাল ছাড়িনি। খুব কঠিন লড়াইতে, ময়দানে থাকতে এসেছি। জিততে শিখতে এসেছি। এখানে কোনও শর্টকার্ট নেই। ইউ-টার্ন তো একেবারেই নেই। রুদ্র মহম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতার মতো – "আর যাই হোক, পলাতক নই..."। সৃজন আরও লিখেছেন, 'যাদবপুর লোকসভার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা আছে। তার মধ্যে ৬টি বিধানসভা এলাকায় ২০২১'এর তুলনায় সামান্য হলেও ভোট বেড়েছে আমাদের। ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় আলাদা লড়ে সিপিআই(এম) এবং আইএসএফ, দু'জনেরই ভোট কমেছে। যে ২,৫৮,৭৩২ জন সহনাগরিক ভোট দিলেন আমাদের – তাঁদের ধন্যবাদ। যাঁরা ভোট দিলেন না, তাঁদেরও ভরসার যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করব আগামী দিনে। আমি এই ভোটের ফলাফলকে রাজনৈতিক পরাজয় হিসেবেই দেখব। তবে, এখান থেকেই নতুন উদ্যমের উপাদানও খুঁজতে চাইব। আমরা এই ভোটের প্রচারপর্ব জুড়ে রুজি-রুটি-কাজের ইস্যুগুলিকে সামনে এনে তৃণমূল-বিজেপি'র প্রচলিত তরজার বাইরে এক বিকল্প ভাষ্য গঠনের চেষ্টা করেছি। নির্বাচনের ফল বলছে, ধ্বংসাত্মক বিজেপি কমলো দেশজুড়ে, রাজ্যজুড়েও। এটা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। তৃণমূল-বিরোধী মানুষের কাছে বিকল্প শক্তি হয়ে ওঠার প্রয়াস আমাদের জারি রাখতে হবে।' সৃজনের দাবি, 'আমরা বিগত পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল-বিজেপি'র বাইনারি খানিকটা ভেঙে দিতে পেরেছিলাম। এই ভোটে আবার সে দেওয়াল উঠে গিয়েছে। আরএসএস'এর ভূমিকা আছে এ প্রশ্নে। আমাদের সামনে কাজ অনেক। '২৬'এর ভোটের আগে আবার ভাঙতে হবে তৃণমূল-বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক বাইনারি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে হবে জীবন-জীবিকার কথা। এই নির্বাচনে কংগ্রেস কর্মীরা আমাদের সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যক্তি। রাজনীতির সাথে যুক্ত নন, এমন অনেক মানুষও বিভিন্নভাবে পাশে থেকেছেন আমাদের। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। মিডিয়ার কর্মীরা, যাঁরা আমাদের প্রচারের খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

কর্মশ্রী প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হল, তৈরি জব কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। বাজেটেই এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কর্মশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়নও শুরু। এই প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজ দিচ্ছে রাজ্য। ৭ জুন পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার জব কার্ড তৈরি বলে নবান্ন সূত্রে খবর। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ উদ্যোগে কাজ দেয়। তবে সম্প্রতি এই ১০০ দিনের কাজের টাকা বকেয়া নিয়ে রাজ্য বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। অভিযোগ করেছে, কেন্দ্র বাংলাকে ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে। পাল্টা কেন্দ্র ব্যাখ্যা দিয়েছে, টাকা দিলেও রাজ্য কাজের হিসাব দেখাতে পারেনি। ১০০ দিনের কাজের টাকা নয়ছয় হয়েছে। তাই নিয়ম মেনে টাকা আটকানো হয়েছে। দুই সরকারের মধ্যে তরজা যখন চরমে, সেই আবহে ভোটের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন কর্মশ্রী প্রকল্পের কথা। বলেছিলেন, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজেদের টাকাতেই এই প্রকল্প চালাবে। ৫০ দিনের কাজ দেবে প্রত্যেক জবকার্ড হোল্ডারকে। সেই প্রকল্পেরই বাস্তবায়ন শুরু। যে পরিসংখ্যান সামনে আসছে, তাতে ৭ জুন পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার জবকার্ড তৈরি করেছে সরকার। চলতি অর্থবর্ষে ৭৫ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের টার্গেট রাজ্যের। অর্থাৎ ৫০ দিনের কাজ পাবেন ৭৫ লক্ষ মানুষ। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে এক্ষেত্রে পুরো টাকাই দেবে রাজ্য সরকার।

ক্রীড়া-সংবাদ

হারের যে ব্যাখ্যা দিলেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ ১১৯ রান তাড়ায় পাকিস্তানের শেষ ৬ ওভারে দরকার ছিল ৪০ রান, হাতে ছিল ৭ উইকেট। আর এই ম্যাচটিই পাকিস্তান হেরে বসেছে ৬ রানে। যে হারে পাকিস্তানের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। নিউইয়র্কে কাল পাকিস্তানের এমন হারের কারণ কী? অল্প রান তাড়ায় তাদের কৌশল আসলে কী ছিল আর সেটা করতে গিয়ে ভুলগুলো কোথায় হয়েছে, এসবেরেই উত্তর খুঁজছেন কৌতূহলীরা। ম্যাচ শেষের পুরস্কার বিতরণীতে এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বাবর আজম। পাকিস্তান অধিনায়কের মতে, পাওয়ার প্লের ব্যাটিং, লাগাতার ডট বল আর নিয়মিত বিরতিতে উইকেটের পতন তাঁর দলকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছে। লক্ষ্য তাড়ায় ১২ ওভার শেষে পাকিস্তানের রান ছিল ২ উইকেটে ৭২। ১৩তম ওভারের প্রথম বলে ফখর জামান আউট হওয়ার পর খেই হারায় পাকিস্তানের ব্যাটিং। হার্দিক পান্ডিয়ার ওই ওভারে আসে মাত্র ১ রান। ১৪ থেকে ১৯—এই ছয় ওভারে পাকিস্তান একটি বাউন্ডারিও মারতে পারেনি। বরং একের পর উইকেট হারিয়ে আরও চাপে পড়েছে। ম্যাচ শেষে ইনিংসের শেষের দশ ওভারের ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গ তুলে ভারতের বোলিংয়েরও প্রশংসা করেছেন বাবর, 'আমার মনে হয় প্রথম দশ ওভারের পর ওরা (ভারত) ভালো বোলিং করেছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১২০, প্রথম দশ ওভারে বলপ্রতি রান নিয়েছি। কিন্তু এরপর একের পর এক উইকেট হারিয়েছি, বেশ কিছু ডট বল হয়েছে। কৌশলটা একদম সরলই ছিল। স্বাভাবিক ব্যাটিং, স্ট্রাইক রোটেট করা, ওভারে ৫-৬ রান আর মাঝেমধ্যে বাউন্ডারি। কিন্তু ওই সময় আমরা অনেক ডট বল দিয়েছি। এতে চাপ বেড়েছে। আমরা দ্রুত তিনটি উইকেট হারিয়ে ফেলি। আর (শেষ মুহূর্তে) টেলএন্ডারদের কাছ থেকে তো খুব বেশি আশা করা যায় না।' বাবর অবশ্য শেষ দশ ওভারের ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি পাওয়ারপ্লের ব্যর্থতার দায়ও দেখছেন। মোহাম্মদ রিজওয়ান ও বাবরের উদ্বোধনী জুটি ৪.৪ ওভারে তোলে ২৬ রান, ৬ ওভার শেষে ১ উইকেটে পাকিস্তানের রান ছিল ৩৫। ম্যাচের এই অংশেও পাকিস্তান লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি বলে মনে করেন বাবর, 'আমরা প্রথম ছয় ওভারেও যথেষ্ট ভালো খেলিনি। লক্ষ্য ছিল ৪০-৪৫ রান তোলা। কিন্তু সেটা করতে পারিনি।' ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য পিচের কোনো ভূমিকা নেই বলেও জানান পাকিস্তান অধিনায়ক, 'পিচ ভালো। বল ভালোভাবেই ব্যাটে আসছিল। কিছুটা মন্থর ছিল। কিছু বল বাড়তি বাউন্সও হচ্ছিল। কিন্তু এ ধরনের ড্রপ-ইন পিচে এমনটা হতেই পারে।' ভারতের কাছে হারায় পাকিস্তানের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় অনেকটাই নিশ্চিত। কারণ, ওই দুই দলেরই দুই ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট করে আছে।

অবশেষে বিশ্বকাপে লামিচানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়া সন্দীপ লামিচানেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠাচ্ছে নেপাল। বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ দুটি ম্যাচে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবেন তিনি। আজ এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে খবরটি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব নেপাল (সিএএন)। এবারের বিশ্বকাপে নেপালের প্রথম দুটি ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু ধর্ষণ মামলায় দণ্ডিত ও পরে খালাস পাওয়া লামিচানেকে ভিসা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে সরকারি পর্যায়ে চেষ্টা করেও লামিচানের যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়নি। লামিচানেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠানোর খবর নিশ্চিত করে সিএএন লিখেছে, '(যুক্তরাষ্ট্রের) ভিসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও লামিচানে নেপালের দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে অংশগ্রহণ করবেন, যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে হচ্ছে।' এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চূড়ান্ত দল ঘোষণার শেষ তারিখ ছিল ২৫ মে। গত ১৫ মে নেপালের একটি আদালত লামিচানেকে ধর্ষণ মামলায় খালাস দেওয়ার আগেই আইসিসির কাছে ১৪ সদস্যের দল জমা দিয়েছিল নেপাল। একটি জায়গা ফাঁকা রাখা হয় লামিচানের জন্য। কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, এ কয় দিন দলের সঙ্গে ট্রাভেলিং রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে থাকা প্রতিশ জিসির স্থলাভিষিক্ত হবেন লামিচানে। দেরিতে হলেও বিশ্বকাপে যোগ দিতে পারায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন লামিচানে। ২৩ বছর বয়সী এই লেগ স্পিনার এক্স পোস্টে স্বপ্নপূরণের কথা জানিয়েছেন এভাবে, 'শেষ দুই ম্যাচের জন্য দলের সঙ্গে আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজে যোগ দিচ্ছি। আমার এবং সব ক্রিকেটপ্রেমীর স্বপ্নপূরণের অপেক্ষায়।' এবারের বিশ্বকাপে নেপাল তাদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে।

ইংল্যান্ডও বিপদে, স্কটল্যান্ডের বড় জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া পাকিস্তান এখন বিপদে। যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের কাছেও হেরে বাবর আজমদের সুপার এইটে ওঠা শঙ্কায়। একই বিপদে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডও। জস বাটলারদের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার শঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে তাদেরই প্রতিবেশী স্কটল্যান্ড। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়া স্কটিশরা নামিবিয়ার পর কাল হারিয়ে দিয়েছে ওমানকেও। তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে স্কটল্যান্ড এখন 'বি' গ্রুপের শীর্ষে। দুই ম্যাচের দুটিতে জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া। আর সমান ম্যাচে ইংল্যান্ডের সম্বল মাত্র এক পয়েন্ট। ইংল্যান্ড তাদের পরবর্তী দুই ম্যাচে জিতলেও পয়েন্টের দিক থেকে স্কটল্যান্ডকে পেছনে ফেলতে পারবে না। আর স্কটল্যান্ড যদি অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে, তবু নেট রান রেটে তাদের এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা। এই মুহূর্তে স্কটল্যান্ডের নেট রান রেট +২.১৬৪, অস্ট্রেলিয়ার +১.৮৭৫ আর ইংল্যান্ডের -১.৮০০। স্কটল্যান্ডের রান রেট বাড়ার বড় কারণ ওমানের বিপক্ষে দাপুটে জয়। অ্যান্টিগায় ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ওমান তোলে ৭ উইকেটে ১৫০ রান। রান তাড়ায় স্কটল্যান্ড লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৪১ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখেই। ১১ ছক্কা আর ১৩ চারে তোলা এই রানের মধ্যে তিনে নামা ব্রান্ডন ম্যাকমুলেন খেলেন ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁর ৩১ বলে খেলা ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ২টি ছয়। ওপেনিংয়ে জর্জ মানসি খেলেন ২ চার ও ৪ ছয়ে ২০ বলে ৪১ রানের ইনিংস। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা স্কটল্যান্ড গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে রোববার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ইংল্যান্ডের বাকি দুই ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে এর আগেই। বৃহস্পতিবার ওমানের বিপক্ষে, ১৫ জুন প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। এ দুটি ম্যাচে বড় ব্যবধানের জয় তুলে কি নেট রান রেট বাড়িয়ে নিতে পারবে জস বাটলারের দল? তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই স্কটল্যান্ড জেনে যাবে, কী ব্যবধানে হারলেও সুপার এইট নিশ্চিত হবে তাদের।

মেসির ফেরার ম্যাচে আর্জেন্টিনার জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে ইকুয়েডরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি ছিল লিওনেল মেসির ফেরার ম্যাচও। এল সালভাদর ও কোস্টারিকার বিপক্ষে সর্বশেষ দুটি প্রীতি ম্যাচে চোটের কারণে খেলা হয়নি মেসির। তবে আজ এই মহাতারকার মাঠে নামার নিশ্চয়তা আগেই দিয়েছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সে ধারাবাহিকতাতেই দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে দর্শকদের উল্লাসের মধ্যে মাঠে নামেন মেসি। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে মেসি গোল না পেলেও জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টাইন মহাতারকা মাঠে নামার আগেই জয়সূচক গোলটি করেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। ৪০ মিনিটে করা তাঁর গোলটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ইকুয়েডর সর্বশেষ জয় পেয়েছিল ৯ বছর আগে। ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচের পর এ নিয়ে ৭ ম্যাচ খেললেও কোনোটিতে জিততে পারেনি ইকুয়েডর, ড্রও করেছে শুধু একটি ম্যাচে। আজ শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ৪-৩-৩ ক্ল্যাসিক ফরমেশনে ম্যাচ শুরু করে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে ইকুয়েডর শুরু করে ৩-৩-২-২ ফরমেশনে। তবে বিভিন্ন সময় রক্ষণে শক্তি বাড়িয়ে ৩-৫-২ ফরমেশনেও খেলতে দেখা যায় দলটিকে। এদিন প্রথম মিনিট থেকেই আনহেল দি মারিয়া ও হুলিয়ান আলভারেজকে দেখা যায় হাইপ্রেস করে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে। অন্যদিকে শক্তিশালী লো ব্লক তৈরি করে আর্জেন্টিনার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ইকুয়েডর। পাশাপাশি পাল্টা আক্রমণেও চোখ ছিল ইকুয়েডরের। ১০ মিনিটে একটি সুযোগও তৈরি করে তারা। যদিও সেই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। প্রীতি ম্যাচ হলেও ধীরে ধীরে এই ম্যাচে উত্তাপও বাড়তে থাকে। হুটহাট দুই দলের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল, যদিও তা বড় কোনো সমস্যা তৈরি করেনি। ১৯ ও ২১ মিনিটে পরপর দুটি সুযোগ তৈরি করে আর্জেন্টিনা, তবে সেগুলো গোলে রূপান্তরিত হয়নি। ৩০ মিনিটে গোলের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা।

রোহিতের জয়ের মন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ স্কোরবোর্ডে ১১৯ রানের সংগ্রহ নিয়ে মনোবল ধরে রাখা বোলারদের জন্য বরাবরই কঠিন। সেটা যদি ভারত–পাকিস্তানের মতো স্নায়ুক্ষয়ী ম্যাচে হয়, তবে তো কথাই নেই! কিন্তু এই চাপকে জয় করে কঠিন সেই কাজই গতকাল সম্পন্ন করেছে ভারত। হতাশাজনক ব্যাটিং ব্যর্থতাকে ভুলিয়ে দিয়ে রোহিত শর্মার দলকে দারুণ এক জয় এনে দিয়েছেন বোলাররা। ম্যাচ শেষে নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতাই পাকিস্তানকে হারানোর পথে বোলারদের উজ্জীবিত করেছে বলে জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। পাশাপাশি জয়ের জন্য রোহিত বিশেষভাবে কৃতিত্ব দিয়েছেন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যশপ্রীত বুমরাকে। তবে পাকিস্তানকে হারিয়েই আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে চান না রোহিত। বলেছেন, এমন মানসিকতা তিনি টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত দেখতে চান। ব্যাটসম্যানরা হতাশ করলেও বোলাররা নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করেছেন জানিয়ে রোহিত বলেন, 'আমরা ব্যাটিং ভালো করতে পারিনি। ১০ ওভার শেষে আমরা ভালো অবস্থায় ছিলাম। সে সময় ভালো জুটির প্রত্যাশা ছিল। আমরা ১৫–২০ রান কম করেছিলাম, প্রতিটি রানই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৪০ রান করা। তবে বোলাররা তাদের কাজ করেছে। আগের ম্যাচের উইকেটের চেয়ে (আয়ারল্যান্ড ম্যাচের উইকেট) এটা ভালো উইকেট ছিল।' দলের হার না মানা মানসিকতার কারণে শেষ পর্যন্ত জয়টা এসেছে বলে মনে করেন রোহিত, 'এই দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হার না মানার মানসিকতা আছে। স্কোরবোর্ডে ১১৯ রান নিয়ে আমরা চেয়েছিলাম শুরুতে ধাক্কা দিতে, সেটা পরিনি। তবে ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে আমরা সংগঠিত হয়েছি এবং বলেছি, (ব্যাটিংয়ে) যা আমাদের সঙ্গে ঘটেছে, সেটা ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে। প্রত্যেকের ছোট ছোট অবদানই দলকে জিতিয়েছে। যে–ই বল করেছে, চেয়েছে পার্থক্য গড়ে দিতে।' এ সময় আলাদা করে বুমরার কথা মনে করিয়ে দেন রোহিত। ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে এ পেসারই মূলত পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন। তবে সামনের ম্যাচগুলোতেও বুমরার কাছ থেকে এমন পারফরম্যান্স দেখতে চান ভারত অধিনায়ক, 'বুমরা ম্যাচের সঙ্গে প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছে। আমি তাকে নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, আমরা বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত এ মানসিকতা দেখতে চাই। বল হাতে সে দুর্দান্ত।' কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ে ভারতের ১২তম সদস্য হিসেবে ছিলেন সমর্থকেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা দলকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। সমর্থকদের কৃতিত্ব দিয়ে রোহিত বলেছেন, 'সমর্থকেরাও দারুণ ছিল। তারা কখনো হতাশ করেনি। আমরা পৃথিবীর যেখানেই খেলি না কেন, অনেক সমর্থক হাজির হয়েছে ও আমাদের সমর্থন দিয়েছে। তারা নিজেদের মুখে হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। এটা মাত্রই টুর্নামেন্টের শুরু, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।' চরম ব্যাটিং–ব্যর্থতায় নিউইয়র্কে গতকাল ভারতের কাছে ম্যাচটি হেরেছে পাকিস্তান। নাসিম শাহ–মোহাম্মদ আমিরদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ভারতকে ১১৯ রানে আটকে রেখেছিল পাকিস্তান। এই রান তাড়া করতে নেমে একটা সময়ে খুব ভালো অবস্থানে ছিল তারা।

বক্স অফিস

এই জুনেই ছাদনাতলায় সোনাক্ষী সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ জল্পনা আগে থেকেই ছিল। এবার তাতে সিলমোহর। আগামী ২৩ জুন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন সোনাক্ষী সিনহা। চব্বিশের লোকসভা ভোটে সদ্য তৃণমূলের টিকিটে জিতেছেন বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা। পরিবারে খুশির আমেজ। আর তার মাঝেই মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করে আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে ফেললেন প্রবীণ সাংসদ-অভিনেতা। মুম্বইতেই বসছে বিয়ের আসর। বলিউডে খুব একটা ছবি পান না। তবে সোনাক্ষী সিনহা যখনই সুযোগ পান, তখনই দেখিয়ে দেন, তিনি জাত অভিনেত্রী। এই যেমন, বনশালির 'হীরামাণ্ডি' ছবিতে দুরন্ত অভিনয় করে রীতিমতো নজর কেড়ে নিয়েছেন তিনি। 'হীরামাণ্ডি' ছবি নিয়ে নানা সমালোচনা হলেও, সোনাক্ষীর অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই। তবে এখন খবর, সোনাক্ষীর বিয়ে নিয়ে। জানা গিয়েছে, 'ফরিদন আপা'র বিয়েতে আমন্ত্রিত 'হীরামাণ্ডি'র গোটা কাস্ট। আমন্ত্রিতের তালিকায় শাহরুখ খান, সলমন খান, কাপুর এবং বচ্চন পরিবার থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেকে রয়েছেন। জানা গিয়েছে বিয়ের কার্ডে লেখা- "জল্পনাই সত্যিই।" বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রেম, সম্পর্ক, বিয়ে নিয়ে খুব একটা মুখ খুলতে দেখা যায়নি সোনাক্ষী সিনহাকে। যখনই এসব প্রশ্ন উঠেছে, তখনই পুরো বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে বলিউডের হাওয়ায় উড়ছিল সোনাক্ষী ও জাহির ইকবালের প্রেমের খবর। এমনকী, সম্প্রতি সলমন খানের পার্টিতেও একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন সোনাক্ষী ও জাহির। তাহলে কি জাহির ইকবালকেই বিয়ে করছেন সোনাক্ষী? জল্পনার সূত্রপাত তখন থেকেই। এবার বিয়ের দিনক্ষণ এবং কার্ড প্রকাশ্যে। সম্প্রতি কপিল শর্মার শোয়ে এসেছিলেন সোনাক্ষী। সেখানে কপিল আতমকাই অভিনেত্রীকে বিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসেন। সোনাক্ষী তখন সোজা উত্তর দেন, "কাটা গায়ে নুনের ছিঁটে! আমি কিন্তু বিয়ে করতে একেবারে তৈরি।" খুব চালাকি করেই জাহিরের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন সোনাক্ষী। তবে সেবার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও এবার কিন্তু পাকা খবর যে আগামী ২৩ জুন বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সোনাক্ষী-ইকবাল।

'আউটসাইডার' তকমাটা তো গর্বের বিষয়'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ প্রায় ১৩ বছর আগে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান পা রেখেছিলেন বলিউডে। কোনও ফিল্মি কানেকশন ছাড়াই ধীরে ধীরে শক্ত করেছেন নিজের পায়ের তলার মাটি। তবে এতবছর পরেও কার্তিকের প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন 'আউটসাইডার'। যা নিয়ে সম্প্রতি কথা বললেন সিনেমার চান্দু। কার্তিককে বলতে শোনা যায়, তিনি বরাবরই জানতেন, দ্বিতীয় সুযোগ তাঁর কাছেনাও আসতে পারে। তাই প্রতিটা কাজ আরও মন দিয়ে করার অনুপ্রেরণা পেতেন নিজের মধ্যে। কার্তিক ২০১১ সালে লাভ রঞ্জনের প্যায়ার কা পাঞ্চনামা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং প্যায়ার কা পাঞ্চনামা ২, সোনু কে টিটু কি সুইটি, লুকা ছুপি, ভুল ভুলাইয়া ২ এবং সত্যপ্রেম কি কথার মতো সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে নিজের জায়গা দৃঢ় করেছেন। আপাতত অপেক্ষায় রয়েছেন 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' ছবি মুক্তির। কার্তিক যখন কেরিয়ার শুরু করেন ইন্ডাস্ট্রিতে, সেই সময় তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না ইন্ডাস্ট্রির কারও। অভিনেতা মেনে নেন, তিনি এতটা পথ এগিয়ে এলেও নিজের শিকড় ভোলেননি। জানেন কোথা থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর জার্নিটা। এইজন্য কৃতজ্ঞতাও ভরে রয়েছে তাঁর মনে। কার্তিক বললেন, 'আমি যখন বলিউডে যাত্রা শুরু করি, তখন এখানে কাউকে চিনতাম না। আর আজ অবধি যেভাবে চলছে, পরিস্থিতি একই। আমার কাছে সবকিছুই একই। কিছু শুক্রবার সফল হয় এবং কিছু হয় না। কিন্তু বাস্তব হল, আমি কখনোই এখানের (বলিউডের) ভিতরের মানুষ ছিলাম না।'

৩৬-এও সমান ভাবে আকর্ষণীয় শ্রাবন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়–টলিউডের সেনসেশন তিনি। তাঁকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। খোদ শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল এই মুহূর্তে টলিউডের সবচেয়ে সুন্দর মুখ কার? এক মুহূর্ত চিন্তা না করে শুভশ্রী নিয়েছিলেন শ্রাবন্তীর নাম। দেখতে দেখতে ৩৫ পার করে ৩৬-এর দিকে এগচ্ছেন শ্রাবন্তী। মেকআপ ছাড়া তাঁকে কেমন দেখতে দেখেছেন কোনও দিন? ছবি এল সামনে। বয়সের জরা এখনও সেভাবে গ্রাস করতে পারেনি তাঁকে। মুখে নেই বলিরেখার চিহ্নও। ৪০-এর দিকে ক্রমশ এগলেও এখনও তিনি যেন অষ্টাদশী। সম্প্রতি নিজেই শেয়ার করেছেন নো ফিল্টার, নো মেকআপ এক ছবি। যা শেয়ার করে আবারও পেয়েছেন সবচেয়ে সুন্দরীর তকমা। রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার পর এই মুহূর্তে টলিউডে চুটিয়ে কাজ করছেন শ্রাবন্তী। কিছু দিন আগেই শেষ করেছেন শুভ্রজিৎ মৈত্রের হাইবাজেট ছবি 'দেবী চৌধুরানি'। ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি। ওই ছবির জন্য কম কসরৎ করতে হয়নি তাঁকে। শিখতে হয়েছে ঘোড়ায় চড়া। শিখতে হয়েছে অসিচালনা। জীবনে সত্যিই অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন শ্রাবন্তী। তাঁর সর্বশেষ স্বামী রোশন সিংয়ের সঙ্গে এখনও আইনত বিচ্ছেদ হয়নি তাঁর। রোশনের কাছ থেকে মোটা টাকা খোরপোষ আদায় করেছেন শ্রাবন্তী, অতীতে এমনটাই দাবি করেছিলেন রোশন। ইন্ডাস্ট্রির ফিসফাঁস এই মুহূর্তে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন শ্রাবন্তী।

জঙ্গি হামলা নিয়ে প্রশ্ন কঙ্গনার

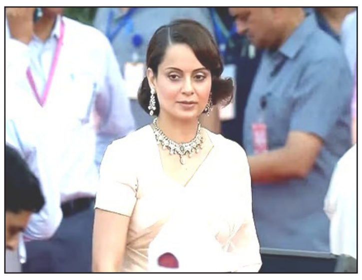

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুনঃ উপত্যকায় ফের জঙ্গি হামলা! রবি সন্ধ্যায় দিল্লি যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে, তখনই কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে ঝাঁজরা হল তীর্থযাত্রী বোঝাই বাস। মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের সন্ধ্যাতেই হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে জঙ্গিরা বিশেষ বার্তা দিতে চাইল বলেই মনে করছে বিশিষ্ট মহল। আর সেই ঘটনাতেই তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠ চড়ালেন কঙ্গনা রানাউত। মাণ্ডির নবনির্বাচিত তারকা সাংসদ এদিন রাইসিনা হিলসের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও খুশির দিনে এমন দুর্ঘটনা নজর এড়ায়নি তাঁর। সোশাল মিডিয়াতেই সরব হয়েছেন সাংসদ-অভিনেত্রী। কঙ্গনার মন্তব্য, "জম্মু ও কাশ্মীরের রেয়াসিতে তীর্থযাত্রীদের উপর কাপুরুষোচিত সন্ত্রাস হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওঁরা বৈষ্ণোদেবী দর্শনে যাচ্ছিলেন আর জঙ্গিরা প্রকাশ্যেই ওঁদের উপর গুলি চালালো। ওঁরা হিন্দু বলেই কি এভাবে মাশুল গুণতে হল? জঙ্গি হামলায় নিহতদের জন্য প্রার্থনা করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ওম শান্তি।" ঘটনাটি ঘটেছে কাশ্মীরের রেয়াসি জেলায়। এদিন বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থীকে নিয়ে একটি বাস যখন যাচ্ছিল, তখনই তার উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। টাল সামলাতে না পেরে বাসটি খাদে পড়ে যায়। অন্তত ১০ জন মারা গিয়েছেন বলে খবর। আহতব ৩৩ জন। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে অনুমান। খবর পেয়েই শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্তও দাবি করেছেন তিনি। রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরাও আওয়াজ তুলেছেন উপত্যকায় ফের সন্ত্রাসবাদের ঘটনায়। গ্ল্যামারদুনিয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রীতেশ দেশমুখ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "রেয়াসিতে জঙ্গি হামলার ঘটনার ছবি দেখে আমি বিধ্বস্ত। নিহত এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।" পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে, বাসটি শিবখোরি মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। পোনি এলাকার তেরিয়াথ এলাকায় বাসটি ঢোকার পরই হামলা হয়।